কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫১ ❑ মে-জুন ❑ ২০১৮ খ্রি. ❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ❑ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
ঝরনা বেগম
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৬৮৫৪৭৪৫১৭

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া নানা রকম ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ফল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও উপকারী উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষ্টির বিবেচনায় আমাদের দেশীয় ফলসমূহ খুবই অর্থবহ ও বৈচিত্র্যময়। মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে দেশীয় ফল। ফল, খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মেধার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয় ফলদবৃক্ষ পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে। ফলদ বৃক্ষ রোপণ ও উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছরের মত এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ২২ জুন থেকে ০৬ জুলাই ২০১৮ রাজধানীর ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়াম চত্বরে শুরু হয় ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ২০১৮ এবং ২২-২৪ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনী। এবারের ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "অপ্রতিরোধ্য দেশের অগ্রযাত্রা, ফলের পুষ্টি দেবে নতুন মাত্রা"। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি স্থাপিত স্টলে বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। এদেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ফলদবৃক্ষ লাগানো ছাড়া বিকল্প নেই। আসুন আমরা সকলে মিলে প্রত্যেকেই অন্তত একটি করে ফলদ বৃক্ষরোপণ করি।

ভেতরের পাতায় ....

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৮ অনুষ্ঠিত ০৩

থাই রাজকুমারী Maha Chakri Sirindhorn এর বিএডিসিতে আগমন ০৪

বিএডিসি'র জীব প্রযুক্তি প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত ০৫

ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা, সেচ খরচ ও সফটওয়্যার তৈরি সমীক্ষার ইনসেপশন প্রতিবেদনের ওপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত ০৬

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততাপ্রবণ উপজেলায় সেচ দক্ষতা নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত ০৬

সেচ সম্প্রসারণে সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিকা ০৭

রোপা আমনে খরা মোকাবেলায় করণীয় ০৯

থাইল্যান্ডের কৃষি এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ১২

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৮ অনুষ্ঠিত

পুষ্টি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও দেশকে ফল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলদবৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে ২২ হতে ২৪ জুন তিনদিনব্যাপী জাতীয় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'অপ্রতিরোধ্য দেশের অগ্রযাত্রা, ফলের পুষ্টি দেবে নতুন মাত্রা' প্রতিপাদ্যে গত ২২ জুন হতে ০৬ জুলাই দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ফলদবৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৮।

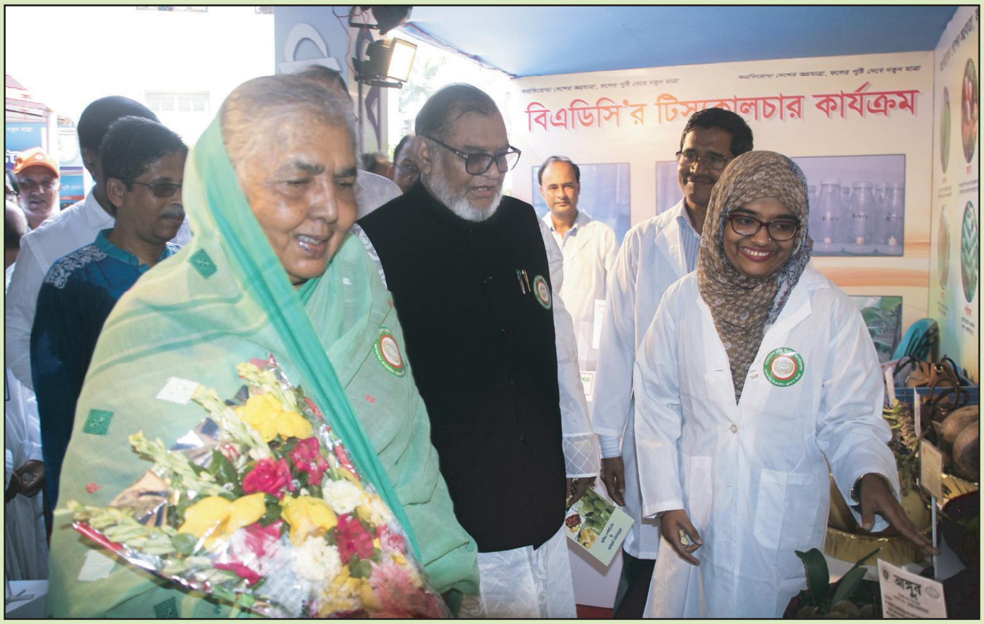

বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ২২ জুন ২০১৮ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি।

জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৮ উপলক্ষে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটরিয়ামে 'মানব সম্পদ উন্নয়নে পুষ্টি সমৃদ্ধ ফলের অবদান' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব এম এনামুল হক। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ জনাব মোহাম্মদ মহসীন। সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্।

সেমিনারে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক নির্মিত প্রতিপাদ্য ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি বলেন, দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিশ্বের জন্য মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিতে আমাদেরকে নিয়মিত ফল খেতে হবে। আর এই ফলের চাহিদা নিশ্চিতে আমাদেরকে বসত-বাড়ির আঙিনায় দেশীয় ফলদ গাছ লাগাতে হবে এবং তাদের পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের দেশের আবহাওয়া সারাবছর ফসল উৎপাদনের উপযোগী। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অধিক জনসংখ্যার মধ্যেও কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের অনেক উন্নতি হয়েছে যা অনেক দেশের জন্য অনুকরণীয়।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশে কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন ধরে রাখতে আমাদের সকলকে সচেতন হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন বাড়লেও সংগ্রহোত্তর অপচয় ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে অনেক ফল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা ও ছোট-মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে হবে। তাহলে সারা বছর ফল পাওয়া যাবে। ফলে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক প্রয়োগের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল অবলম্বন ও কার্যকরী রাসায়নিক প্রয়োগ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯১ সালে কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বলেছেন আমাদের প্রত্যেকের ভেষজ, ফলদ ও বনজ এ তিনটা গাছ পরিবার প্রতি রোপণ করি, তাহলে আমরা নিজেদের উপকার করবো, দেশের উপকার করবো, জলবায়ুর উপকার করবো এবং

(বাকী অংশ ৪ এর পৃষ্ঠায়)

থাই রাজকুমারী Maha Chakri Sirindhorn এর বিএডিসিতে আগমন

থাই রাজা Bhumibol Adulyadej এর Sufficiency Economy Philosophy (SEP) শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য থাই রাজ কুমারী Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি গত ২৯ মে ২০১৮ তারিখে সেচ ভবনস্থ বিএডিসি অডিটোরিয়ামে বিএডিসি'র কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সুবিধাভোগী ৪ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় করেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান তাদের অভ্যর্থনা জানান।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন থাই এম্বাসেডর H.E. Ms. Panpimon Suwannapongse, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালকগণ, সংস্থার সচিবসহ বিএডিসি ও থাইল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে তাঁরা বিএডিসি'র মধুপুরস্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উপকারভোগী চাষীদের সাথে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিএডিসি'র ১০ লক্ষ ১৯ হাজার ১৯৮ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষক পর্যায়ে মোট ১০ লক্ষ ১৯ হাজার ১৯৮ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার বিতরণ করেছে।
বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮৩ মে:টন, এমওপি ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৩৬৪ মে.টন ও ডিএপি ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৫১ মে.টন সার রয়েছে। গত অর্থবছরে বিএডিসি মোট ১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৬৮ মে.টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৮২২ মে.টন, এমওপি ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৩২ মে.টন এবং ডিএপি ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ১১৪ মে.টন সার। ০১ জুলাই ২০১৮ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৭২২ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য পাওয়া যায়।

বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃর্তক ২৫ জুন, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৭-১৮ বর্ষে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে উৎপাদিত মুগ, চিনাবাদাম, সয়াবিন ও তিল বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলোঃ

বীজের নাম		২০১৭-১৮ বর্ষে মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১। মুগ		৮৮.০০ (আটাশি টাকা)	৮৫.০০ (পঁচাশি টাকা)
২। চিনাবাদাম	(ঢাকা-১)	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	৯২.০০ (বিরানব্বই টাকা)
	(ঝিংগা বাদাম, বিনা-৪,৬,৮ বারি-৮,৯)	৯৭.০০ (সাতানব্বই টাকা)	৯৪.০০ (চুরানব্বই টাকা)
৩। সয়াবিন		৬৮.০০ (আটষট্টি টাকা)	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি টাকা)
৪। তিল		৭৫.০০ (পঁচাত্তর টাকা)	৭২.০০ (বাহাত্তর টাকা)

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৮ অনুষ্ঠিত

(৩ পৃষ্ঠার পর)

মানব সভ্যতার জন্য অবদান রাখবো। কাঁঠাল সম্পর্কে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কাঁঠালকে আমাদের জাতীয় ফল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কাঁঠালের পুষ্টিগুণ অপরিসীম। গ্রামে যখন এক সময় খাবারের অভাব ছিলো, তখন মেহনতি মানুষের পুষ্টির যোগান দিতো কাঁঠাল। কাঁঠালের সব কিছুই ব্যবহার করা যায়। গ্রাফটিং এর মাধ্যমে কিভাবে অল্প দিনে কাঁঠাল পাওয়া যায়, এ বিষয়ে সম্প্রসারণ কাজ এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

মননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের নিজস্ব ফলের জাতের উৎকর্ষতা ঘটাতে হবে, পাশাপাশি বিদেশি ফলের অভিযোজন ঘটাতে পারলে আমরা সারা বছর ফল পাবো।

সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা হতে আ.কা.মু গিয়াসউদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‌্যালীর আয়োজন করা হয়। ফল মেলায় বিএডিসিসহ ৯টি সরকারি ও ৫১ টি বেসরকারিসহ মোট ৮১ টি স্টল অংশগ্রহণ করে। মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় ১০২ টি জাতসহ ৯৯ প্রজাতির ফল প্রদর্শিত হয়। এছাড়া মেলায় জাতীয় ফল কাঁঠালের একটি বিশেষ কর্ণার স্থাপন করা হয়।

বিএডিসি'র জীব প্রযুক্তি প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে "টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান (অতিরিক্ত সচিব) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর সদস্য পরিচালক (শস্য) ড. মোঃ আজিজ জিলানী চৌধুরী, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম এবং সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা।

কর্মশালায় মুখ্য আলোচক ছিলেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির পরিচালক জনাব মোঃ খায়রুল বাশার, টিসিআরসির সাবেক পরিচালক ড. মোঃ হারুন অর রশিদ। এছাড়া কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হক এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জীব ও প্রযুক্তি প্রকল্পের পরিচালক ড. মোঃ রেজাউল করিম।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদনে দেশে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজআলু উৎপাদনে বিএডিসিতে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে শূন্যের কোটায় নামানো সম্ভব হয়েছে। এতে করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। অন্যদিকে সময়মত বীজআলু রোপণ করে দেশে ফলন বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রকল্পের আওতায় দুইটি টিস্যু কালচার ল্যাব, একটি মলিকুলার ল্যাব, একটি অত্যাধুনিক গ্রিন হাউজ ও স্থায়ী-অস্থায়ী নেট হাউজ নির্মিত হয়েছে। এতে সংস্থার গবেষণা কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রিন হাউজটি অত্যন্ত উন্নতমানের। গ্রিন হাউজে আলুসহ অর্নামেন্টাল প্লান্টস ও অন্যান্য ফসলের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। বিএডিসি'র গবেষণা সেল এ সকল সুবিধাদি ব্যবহার করে নতুন জাত উদ্ভাবনে কাজ করতে পারবে।

বিএডিসি'র বোরো ধানবীজ, ভুট্টা ও সরগম বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৭-১৮ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের বোরো ধান, ভুট্টা ও সরগম বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

ক্রঃ নং	বীজ ফসলের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	বোরো ধানবীজ	ব্রিধান-৫০ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৫৬.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৫১.০০
		ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৫৮, ব্রিধান-৬৩, ব্রিধান-৮১ ও বাংলাজিরা	ভিত্তি	৪৬.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৯.০০
		নেরিকাসহ অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৪৫.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৮.০০
		হাইব্রিড বোরো ধানবীজ	মানঘোষিত	১৪০.০০ (রয়েলিটি বাদে)
২	ভুট্টা বীজ	খৈ ভুট্টা	ভিত্তি	৪৫.০০
		বারি হাইব্রিড মেইজ-৯	মানঘোষিত	৭৫.০০
৩	সরগম	বিএআরআই হতে প্রাপ্ত লাইন	মানঘোষিত	৭০.০০

ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা, সেচ খরচ ও সফটওয়্যার তৈরি সমীক্ষার ইনসেপশন প্রতিবেদনের ওপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তরস্থ কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে গত ০৭ জুন ২০১৮ তারিখে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা, সেচ খরচ ও সফটওয়্যার তৈরি সমীক্ষার ইনসেপশন প্রতিবেদনের ওপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এবং সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ। ইনসেপশন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিইজিআইএস। ইনসেপশন রিপোর্টের ওপর মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততাপ্রবণ উপজেলায় সেচ দক্ষতা নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

গত ২৭ জুন ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তরস্থ সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততাপ্রবণ উপজেলায়ে সেচ দক্ষতা নির্ণয়' সংক্রান্ত গবেষণা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম এবং সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা।

সেমিনারে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, বিভিন্ন সংস্থা এবং বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেচ সম্প্রসারণে সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিকা

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি নামে খ্যাত হাওর ও নদী বেষ্টিত সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার মোট ৩৮টি উপজেলায় সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পটির কার্যক্রম বিস্তৃত। প্রকল্পটি বিগত ২৪ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল অক্টোবর, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো :

(ক) খাল, নালা ও পাহাড়ী ছড়া খনন/পুনঃ খনন এবং ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচযন্ত্রের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১৪,৩৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

(খ) সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৬,২৫১ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন।

(গ) ২০০ জন ম্যানেজার, চালক, মাঠকর্মী, মেকানিক, সহকারী মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ানদের সেচযন্ত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর এবং ৪০০ জন কৃষক অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে ম্যানেজার, চালক, মাঠকর্মী ও কৃষকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিভুত ভৌত অগ্রগতি ৬৩.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.১৫%। নিম্নে জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতির বিবরণ দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি		মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
০১	৫ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি সেট ক্রয়	১০০ সেট	৪৬০.০০	১০০ সেট	৪৫৯.৯৯	-
০২	২ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপের মালামাল ক্রয় (৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত)	২৫ টি	৯২৫.০০	২৫ টি	৯২৫.০০	-
০৩	১.৫ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপের মালামাল ক্রয় (৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত)	২০ টি	৬০০.০০	২০ টি	৬০০.০০	-
০৪	২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ ও সোলার ফোর্সমোড নলকূপের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়	৫৫ সেট	৫৫০.০০	২৮ সেট	২৭৩.৩৫	-
০৫	ফোর্স মোড নলকূপের/সোলার সোলার ফোর্সমোড নলকূপের জন্য হোজ পাইপ ক্রয়	৫৫ সেট	২৭.৫০	২৬ সেট	২০.৮২	-
০৬	সোলার প্যানেল সরবরাহসহ ফোর্স মোড নলকূপ স্থাপন	১০ সেট	৩৫৭.৫০	১০ সেট	৩৫৭.২৫	-
০৭	বাউন্ডারী ওয়াল ও জমি অধিগ্রহণসহ অফিস ভবন কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ (সিলেট এবং মৌলভীবাজার জেলা)	২ টি	৬০০.০০	২ টি	৬০০.০০	(১টি সমাপ্ত, আরে কটির ৫৫% সমাপ্ত)
০৮	খাল/নালা/পাহাড়ী ছড়া পুনঃখনন	৩০০ কিঃ মিঃ	৩৬০০.০০	১৯৬ কিঃ মিঃ	২০৮৬.৬৫	-
০৯	মাঝারী আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	২০ টি	১০০০.০০	০৮ টি	৪২৪.৮৭	-
১০	ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (কালভার্ট/বক্স কালভার্ট/ক্যাটল ক্রসিং/সাবমার্জড ওয়্যার/ক্রস ড্যাম)	১০০ টি	৫০০.০০	৬৩ টি	২৯৮.০২	-

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি		মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১১	৫-কিউসেক এলএলপি'র জন্য আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (৩০০ মিটার প্রতিটি)/ ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (৫০০ মিটার প্রতিটি)	১২০ টি	১৫৬০.০০	৮৪ টি	১০৬৭.১২	-
১২	২-কিউসেক এলএলপি'র জন্য আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (৩০০ মিটার প্রতিটি)/ ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (৫০০ মিটার প্রতিটি)	৫০ টি	৫৫০.০০	৩০ টি	৩০৭.৬০	-
১৩	২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্স মোড নলকূপ খনন এবং কমিশনিং কাজ (টেস্ট বোরিংসহ) (৩০০/৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত)	৪৫ টি	৬১৫.০০	২৬ টি	৩৪১.১২	-
১৪	২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্স মোড নলকূপ ও সোলার ফোর্সমোড নলকূপের জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (১০০০ মিটার প্রতিটি)	৫৫ টি	৩৪০.০০	২০ টি	৯৮.৪৫	-
১৫	এলএলপি এবং ফোর্সমোড নলকূপের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ	১৪৫ টি	৭৫৪.০০	১১৩ টি	৫১৪.৬৯	-

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার নোয়ারচর ৫-কিউসেক সেচ স্কীমে নির্মিত ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন)

সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় সুরমা ইউনিয়নে স্থাপিত বেলাবোরহাটি সোলার ফোর্সমোড নলকূপ স্কীম

উপসংহার :

(ক) ১৯৬ কিলোমিটার খাল, নালা ও পাহাড়ী ছড়া খনন/পুনঃ খনন এবং ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে ৮৪টি ৫-কিউসেক এলএলপি সেট ও ২৬টি ফোর্সমোড নলকূপসহ সর্বমোট ১১০টি সেচযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১২,৩৫০ হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(খ) সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৫১,২৭৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে।

(গ) ১০০ জন ম্যানেজার, চালক, মাঠকর্মী, মেকানিক, সহকারী মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ানদের সেচযন্ত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর এবং ২০০ জন কৃষক অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে ম্যানেজার, চালক, মাঠকর্মী ও কৃষকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রোপা আমনে খরা মোকাবেলায় করণীয়

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব- দ্বীপ এবং সীমিত উচ্চ ভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যহীন সমভূমি। বাংলাদেশের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসামের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলাদেশের ২০°৩৪" ডিগ্রী হতে ২৬°৩৮" ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১" ডিগ্রী পূর্ব হতে ৯২°৪১" ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ দেশের গড় তাপমাত্রা ২৫°৭০" ডিগ্রী এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩০ মিঃ মিঃ। মৌসুমী জলবায়ু বিরাজমান। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৮২% ভাগ বৃষ্টিপাত পতিত হয় মে- সেপ্টেম্বর (জ্যৈষ্ঠ- আশ্বিন) সময়ে, যার মধ্যে মে- ১৫%, জুন- ১৬%, জুলাই- ১৭%, আগস্ট- ১৬% ও সেপ্টেম্বর- ১৮%। গড় তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জুন- সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.২৩ ডিগ্রী হতে ২৭.৬৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.৬৭ ডিগ্রী হতে ৩৪.৩৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর মধ্যে অবস্থান করছে। কিন্তু এ অসম ও অনিশ্চয়তা বৃষ্টিপাতের বণ্টনের কারণে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু এলাকায় রোপা আমন চাষকালীন খরা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যার ফলে খরা আক্রান্ত এলাকায় রোপা আমনের ফলন ১৫-৬০% কম হয়। বাংলাদেশের মোট ২৯ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এইজেড) নিয়ে গঠিত, যার ফলে ভূমির প্রকৃতি ও পানি ধারণ ক্ষমতা ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। তাই কৃষকগণ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে রোপা আমন চাষাবাদ করে থাকে। রোপা আমনে যদি খরা আক্রান্ত হয়, তবে ফলনের ঘাটতির তথা দেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

রোপা আমন ফসলের জন্য পানির গুরুত্ব:

রোপা আমন একটি মৌসুমী বৃষ্টি নির্ভর ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় নিম্নোক্ত কারণসমূহের জন্য রোপা আমন ফসলে পানির চাহিদা বেশি।

১। রোপা আমন আবাদের জন্য মাটি ২০-২৫ সেঃমিঃ গভীর পর্যন্ত একটি নরম কাদার স্তর তৈরি করতে হয়, যাতে পানি এ স্তর ভেদ করে নীচে চলে যেতে না পারে;

২। অধিকাংশ আগাছাই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। ফলে আগাছা দমন খরচও অনেক কম হয়;

৩। জমিতে পানি জমিয়ে রাখলে ইউরিয়া সারের সাথে অক্সিজেনের সংযোগ হয় না এবং ইউরিয়া কাদা মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে এ্যামোনিয়াম অবস্থায় থাকে, যা ধান গাছ খুবই পছন্দ করে।

তাই আমরা জানতে পারি জমি তৈরি হতে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত আমন ধানের বাড়-বাড়তির বিভিন্ন পর্যায়ে পানির চাহিদা একই মাত্রায় নয়। ধান গাছে জীবন চক্রের বিভিন্ন অবস্থায় নিম্নোক্ত পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়।

ক্র: নং	বিভিন্ন অবস্থা	পানির গভীরতার পরিমাণ(সেঃমিঃ)
০১	জমি তৈরি সময়	৩-৫
০২	চারা লাগানোর সময়	২-৩
০৩	চারা রোপনের দিন হতে পরবর্তী ১০ দিন পর্যন্ত	৩-৫
০৪	চারা রোপনের ১১ দিন পর হতে থোর আসার আগ পর্যন্ত	২-৩
০৫	কাইচ থোর থেকে দানা বাধাঁ পর্যন্ত	৫-১০
০৬	ফসল কাটার ১০-১৫ দিন সময়ের মধ্যে	জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।

খরা কী?

যে কোন এলাকায় বিরাজমান স্বাভাবিক আবহাওয়ার উপাদানগুলোর যেমনঃ বৃষ্টিপাত, বাতাসের আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন, তাপমাত্রা ইত্যাদির হঠাৎ করে স্বল্প দৈর্ঘ্য সময়ের জন্য নিম্নমুখী উর্ধ্বমুখী ছন্দ পতনের ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতির সৃষ্টি হলে সেই অবস্থাকে খরা বলে। খরার ধারাবাহিক লক্ষণ শুষ্ক ও রুক্ষ আবহাওয়া, প্রাণি ও উদ্ভিদের দৈনন্দিন জৈবিক কর্মকান্ডের জন্য ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির অভাব। এ পরিস্থিতিতে ফলন হানিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

খরার কারণসমূহ:

খরার প্রধান প্রধান কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক) সাময়িক অনাবৃষ্টি

খ) মাটিতে রসের অভাব

গ) প্রখর রৌদ্র তাপ;

ঘ) মাটিতে আচ্ছাদানের অভাব।

খরার শ্রেণি বিন্যাস:

খরার শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে খরাকে ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

ক) আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট খরা (Meterological Drought)

খ) ভূগর্ভস্থ জলাভাবজনিত খরা (Hydrological Drought)

গ) কৃষি খরা (Agricultral Drought)

আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট খরা:

একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য সময়ে বৃষ্টিপাতের অভাবে ও শুষ্ক অবস্থাকে আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট খরা বলা হয়। আমেরিকান মেটেওরোলজিকাল

সোসাইটির মতেও খরা একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য সময়ে বিরাজমান রুক্ষ ও শুষ্ক আবহাওয়াজনিত কারণে অস্বাভাবিক জলাভাবকে বুঝায়।

ভূগর্ভস্থ জলাভাবজনিত খরা:
কোনো এলাকার একটি নির্দিষ্ট সময়ে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠ পানির অভাব (ঘাটতি) কে ভূগর্ভস্থ জলাভাব জনিত খরা বলে। এখানে আবহাওয়া জনিত খরা ও ভূগর্ভস্থ জলাভাব জনিত খরাকে পরস্পপর সম্পর্ক যুক্ত খরা বলা হয়।

কৃষি খরা:
বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, বাস্পীভবন ইত্যাদি আবহাওয়ার অনুঘটনগুলোর হ্রাসবৃদ্ধি জনিত কারণে ফসলের জীবন চক্রের যে কোন অবস্থায় পানির অভাবে জৈবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়, সেই সময়কে কৃষি খরা বলা হয়। কৃষি খরা মাটির জৈবিক ও বাহ্যিক গুণাবলি, ফসলের জাতপাত, জৈবিক কর্মকান্ডের জন্য পানির চাহিদা এবং বিরাজমান আবহাওয়ার সাময়িক তারম্যের উপর ভিত্তি করে এক এক সময়ে এক এক রকম হতে পারে। সহজভাবে কৃষি খরা বলতে বুঝায় ফসল মৌসুমে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও মাটির আর্দ্রতা অভাব।

মৌসুমভিত্তিক খরার শ্রেণি বিন্যাস:
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে ফসল উৎপাদন মৌসুম বিবেচনা করে খরাকে মূলত ২-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১। খরিপ খরা;
২। রবি ও প্রাক খরিপ খরা।

খরা চিহ্নিতকরণে বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ক) বৃষ্টিপাত;
খ) ফসলের জীবনকাল ও জীবন চক্র;
গ) মাটির প্রকৃতি ও পানি ধারণ ক্ষমতা;
ঘ) ফসলের বিভিন্ন জাতের খরা সহিষ্ণুতা;
ঙ) ফসলের শিকড় স্তরের বিভিন্ন গভীরতায় মাটির আর্দ্রতা;
চ) পানির অনুস্রাবন বা পারকোলেশন অপচয়;
ছ) বাস্পীভবন;
জ) বাতাসের আর্দ্রতা;
ঝ) তাপ;
ঞ) ফসলের বিভিন্ন জাতের প্রতিকূল অবস্থা সহনশীলতা।

খরার প্রকৃতি, তীব্রতা ও প্রভাব বিবেচনা করে খরিপ খরাকে-৪ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: অতিতীব্র, তীব্র মাঝারী ও সামান্য খরা।

রবি ও প্রাক খরিপ খরা:
নভেম্বর হতে মে (অগ্রহায়ণ- জ্যৈষ্ঠ) সময়ের মধ্যে যে কোন সময় খরা দেখা দিলে তা রবি ও প্রাক খরিপ খরা বলে চিহ্নিত হয়।

খরার পূর্বাভাস:
আমন মৌসুমে যে কোনো সময় একটানা ১০-১৫ দিন স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হলে তা খরার পূর্বাভাস বলে ধরে নেয়া যায়; এরূপ পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহের সজাগ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

ক) জমিতে পানি আছে কিনা, থাকলে কী পরিমাণ আছে;
খ) চারা রোপণের পর জমিতে দাঁড়ানোর পানি না থাকলে মাটিতে পর্যাপ্ত রস আছে কিনা। এ জন্য জমির বিভিন্ন জায়গার ১০-১৫ সেঃমিঃ গভীরের মাটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হাতে মাটি নিয়ে চাপা দিলে তা যদি ঢেসার আকৃতি গ্রহণ না করে তাহলে তা খরার প্রারম্ভিক সূচনা বলে বিবেচিত হতে পারে।
গ) গাছের বাড়-বাড়তি, পাতার রং, উজ্জ্বল্য ও আকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। খরার প্রভাবে পাতার স্বাভাবিক উজ্জ্বল্য থাকবে না। পাতা বির্বণ দেখাবে এবং শুকিয়ে আসবে। গাছের বাড়-বাড়তি কমে যাবে;
ঘ) মাটির উপরিভাগ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চিকন ফাটল দেখা গেলেই বুঝতে হবে মাটিতে পর্যাপ্ত রস নেই;
ঙ) থোর অবস্থা থেকে দানা বাঁধা অবস্থায় খরা দেখা দিলে ছড়া পুরাপুরি বের হবে না, দানায় দুধ থাকবে না, দানা চিটা হবে।

খরার পূর্ববর্তী সর্তকর্তা:
খরার হাত হতে মাঠের ফসল রক্ষার জন্য কৃষকগণ জরুরিভাবে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনঃ

ক) মাটি যাতে ভেজা এবং গাছের শিকড় যাতে গভীরে প্রবেশ করে সে জন্য জমি গভীরভাবে চাষ দেয়া;
খ) সেচের ব্যবস্থা করা (সেচ নালা ও সেচ যন্ত্র সচল রাখা), আদ্রর্তা সংরক্ষণ, সেচের প্রতিবন্ধকতা দূর করা;
গ) মাটি ভেজা রাখার জন্য জমিতে পর্যাপ্ত জৈব সার ব্যবহার করা;
ঘ) মাটির কিছুটা গভীরে বীজ বপন করা;
ঙ) আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য আচঁড়া, নিড়ানি কিংবা কুপিয়ে মাটির উপর স্তর ভেঙ্গে দেয়া এবং আগাছা, কচুরীপানা দিয়ে মাটি ঢেকে রাখা;
চ) জমির আইল উঁচু শক্ত ও মেরামত করা, যাতে বৃষ্টির পানি সদ্ব্যবহার করা যায়;
ছ) পুকুর, ডোবা, নালার পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং
জ) নাবী রোপা আমনের পরিবর্তে আগাম রোপা আমেনর চাষ করা।

খরার পূর্ববর্তী করণীয়:

ক) ধান রোপণের পর হতেই মাঝে মধ্যে ফসল, মাটি এবং বিরাজমান আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।
খ) জমির আইল ১০ সেঃমিঃ হতে ১৫ সেঃমিঃ উচুঁ করে বাঁধা যাতে পানি ধরে রাখা যায়।
গ) জমির এক কোনায় মোট আয়তনের ২-৫% আকারের একটি গর্ত করে রাখা যাতে পানি জমা করে রাখা যায়। খরা দেখা দিলে এ জমা পানি দিয়ে জমিতে সেচ প্রদান করা যায়।

খরা মোকাবেলায় সম্পূরক সেচ প্রদানের উপায় সমূহ:
সেচের পানির উৎস দুইটি। যেমনঃ ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ। যেহেতু রোপা আমন বর্ষা মৌসুমে আবাদ করা হয় এবং সে সময় নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা, পুকুর ও জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে এবং উক্ত পানি পরবর্তী সময় শুকিয়ে যায় সে জন্য ভূপৃষ্ঠপানি সম্পূরক সেচ কাজে ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানি জাতীয় সম্পদ।

ক) ভূপৃষ্ঠস্থ পানির সাহায্যে সম্পূরক সেচ প্রদান:
১) আইল ব্যবস্থাপনা:
রোপা আমন চাষের প্রাক্কালে জমিতে ১৫-২০ সেঃমিঃ (৬ইঞ্চি হতে ৮ ইঞ্চি) উঁচু করে আইল বেঁধে বৃষ্টি/বন্যার

পানি ধরে রেখে ৭-১০ দিনের সাময়িক খরা মোকাবেলা করা সম্ভব।

২) জমিতে ক্ষুদ্রাকার জলাধার নির্মাণ:
জমির তুলনামূলক নিচু অংশে অথবা সুবিধাজনক স্থানে জমির মোট আয়তনের ২-৫% স্থান জুড়ে ছোট জলাধান নিমার্ণ করে সম্পূরক সেচ দেওয়া যায়। এ ছাড়াও শীতকালে কুয়াশাযুক্ত গাছের উপর দিয়ে রশি টেনে দিলে কিছুটা সম্পূরক সেচের উপকারিতা পাওয়া যায়।

৩। শক্তিচালিত পাম্প (এলএলপি), সনাতনী ও গতানুগতিক পদ্ধতি:
খরা পীড়িত জমির নিকটস্থ খাল-বিল, ডোবা-নালা, পুকুর, নদী ও জলাধার হতে শক্তিচালিত পাম্প, সনাতনী ও গতানুগতিক পদ্ধতির সাহায্যে সম্পূরক সেচ দেয়া যায়।

খ) ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সম্পূরক সেচ প্রদান:
১) হস্তচালিত নলকূপ:
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীগণ ট্রেডল পাম্প, রোয়ার পাম্প ও হাত পাম্প দ্বারা সম্পূরক সেচ প্রদান করতে পারেন।

২। অগভীর নলকূপ:
বোরো মৌসুমের পর যে সমস্ত অগভীর নলকূপের ইঞ্জিন/ মটর বাড়িতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, তা খরা মোকাবেলার জন্য মাঠে ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব ।

৩। গভীর নলকূপ:
গভীর নলকূপের ইঞ্জিন/মটর এবং পাম্পসমূহ সারা বৎসরই মাঠে পাম্প ঘরে থাকে বিধায় খরা মোকাবেলায় উহা খুব সহজেই সম্পূরক সেচে ব্যবহার করা সম্ভব।

গ) পানির পরিবহন পদ্ধতি:
সেচকার্যে পানি পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেচের পানির অপচয় অধিকাংশই এখানেই সংগঠিত হয়। তাই সেচ নালাসমূহ পাকা অথবা উন্নত কাচা সেচ নালায় পরিবর্তন করে সেচের পানির অপচয় রোধ করা যায়। সেচের পানি অপচয় রোধকল্পে ফিতা পাইপ/রাবার পাইপ ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা যায়। এতে আলাদাভাবে সেচ নালার প্রয়োজন হয় না, খরচও কম পড়ে।

রোপা আমন ফসলে খরার প্রভাব:
বিএআরসি'র এক গবেষণার ফলাফল হতে দেখা যায় যে, প্রতি ৫ বছরে ১ বার রোপা আমন খরা কবলিত হয়। প্রকট খরা দেখা যায় মূলত: মধ্য আশ্বিন হতে কার্তিক মাসের শেষার্ধ (অক্টোবর -মধ্য নভেম্বর) সময়ে যখন আমন ফসল থোঁর বা দানা বাধা অবস্থায় থাকে। এমন অবস্থায় খরায় আমন ফসলের ফলন ৬০ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

খরার শ্রেণী	খরাজনিত কারণে ফলন (টন/ হেঃ)	খরা ফলনের ক্ষতির হার (%)	ফসলের যে অবস্থায় ক্ষতি হয়	খরা না হলে গড় ফলন (টন/হেঃ)
অতি তীব্র	১.৭-২.৫	>৪৫	চারা রোপণের সময় কুশি ছাড়া এবং থোর বের হওয়ার সময় হতে দানা বাধাঁ পর্যন্ত	৪.৫-৫.৫
তীব্র	২.০-২.৮	৩৫-৪৫	চারা রোপণের সময় কুশি ছাড়া এবং থোর বের হওয়ার সময় হতে দানা বাধাঁ পর্যন্ত	৪.০-৫.০
মাঝারি	২.৫-৩.৫	২০-৩৫	থোর ছাড়া হতে দানা বাঁধা অবস্থা পর্যন্ত	৪.৫-৫.৫
কম/ সামান্য	৩.০-৪.৪	<২০	থোর ছাড়া হতে দানা বাঁধা অবস্থা পর্যন্ত	৩.৫-৫.০

সাধারণভাবে আমন ফসলে খরার প্রভাব নিম্নরূপ:

ক) রোপা আমন আবাদের সময় শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ। এ সময়ের খরা দেখা দিলে আমন ফসলের রোপণ, বাড়-বাড়তি, ফুল ফোটা, দানা বাধা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;

খ) মৌসুমের শুরুতেই খরা দেখা দিলে আমন রোপণ বিলম্বিত হতে পারে;

গ) ফসলের বাড়ন্ত অবস্থায় দেখা দিলে কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাহত হবে, গাছের বৃদ্ধি বাঁধা প্রাপ্ত হবে, গাছ শুকিয়ে যাবে এবং গাছের খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য প্রস্তুতি বিঘ্নিত হবে। খরা দীর্ঘায়িত হলে ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে;

ঘ) রোপা আমনের জন্য সবচেয়ে নাজুক সময় কার্তিক অগ্রহায়ণ। এ সময় খরা হলে থোর বের হওয়া, ফুল ফোটা ও দানা গঠন বিঘ্নিত হবে এবং ফলন দারুণভাবে কমে যাবে;

ঙ) খরার কারণে নোনা জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে;

চ) খরার কারণে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে রোগ বালাইয়ের আক্রমণও বৃদ্ধি পায়।

খরা মোকাবেলায় সম্পূরক সেচের গুরুত্ব:
রোপণ পূর্ব অবস্থা হতে ফসল পাকা সময়ের মধ্যে যে কোন সময় খরা দেখা দিলে আমন ফসলের ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে। স্বাভাবিক সময়ে চারা রোপণ হতে আরম্ভ করে ফসল পাকা অবস্থা পর্যন্ত যে কোন সময়ে খরা দেখা দিলে তা নিরসনের একমাত্র উপায় ফসলে সম্পূরক সেচ প্রদান। রোপা আমন ফসলের বিভিন্ন অবস্থায় সম্পূরক সেচের চাহিদা নিম্নরূপ:-

খরাজনিত অবস্থা	ফসলের অবস্থা	সম্পূরক সেচ চাহিদা
অতি তীব্র	জমি তৈরী, চারা রোপণ, কুশি উৎপাদন, থোর ছাড়া হতে দানা বাঁধা	৩০-৪৮ সেঃমিঃ
তীব্র	জমি তৈরী, চারা রোপণ, কুশি উৎপাদন, থোড় ছাড়া হতে দানা বাঁধা	২০-৩০ সেঃমিঃ
মাঝারি	কুশি ছাড়া হতে দানা বাঁধা	১৫-২০ সেঃমিঃ

" দিনে সেচ যাবে খরা, আমন ধানে গোলা ভরা" "কাঁচা নালা ভালো নয়, পানি অপচয় বেশি হয়"

থাইল্যান্ডের কৃষি এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

আমরা ৫ জন ড. মোঃ রেজাউল করিম, প্রকল্প পরিচালক(জীপ্রকৃবিউবমানিপ্র) এর নেতৃত্বে আমি ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), মোঃ এনামুল হক, উপপরিচালক (ডোমার খামার), মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপপরিচালক (আলুবীজ), দিনাজপুর এবং ড. রোকেয়া আক্তার, সহকারী ব্যবস্থাপক(জীপ্রকৃবিউবমানিপ্র) থাইল্যান্ডের ক্যাসেটসার্ট ইউনিভার্সিটিতে একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের অনুমতি পাই।

১১ মে ২০১৮ থাই এয়ারওয়েজে ব্যাংকক বিমানবন্দরে অবতরণ করি সন্ধ্যা ৭.৩০ টায়। ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষে বিমানবন্দরের গেটে অপেক্ষমান প্রফেসর চ্যানপ্রেমকে দেখে আমরা অভিভূত। তিনি ১০০ কিঃমিঃ দূরে নাখনপাথম প্রভিন্সে অবস্থিত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদেরকে রিসিভ করতে এসেছেন। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। ইন্টারন্যাশনাল ডরমেটরিতে অবস্থান। সরকারিভাবে প্রথম বিদেশ ভ্রমণের এ এক অন্যরকম অনুভূতি। বলে রাখা দরকার চ্যানপ্রেম এর স্বামী শন্তিচাই কিন্তু একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এগ্রোনোমি ডিপার্টমেন্ট এর প্রফেসর। তাদের দুজনের তত্ত্বাবধানে আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। নাম এগ্রোনোমি ডিপার্টমেন্ট হলেও কাজ করেন মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে। সেন্টার ফর এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি ল্যাবে আমাদের কার্যক্রম।

পরদিন অর্থাৎ ১২ মে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় খোপখুন নামক এলাকায় যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ১১০ কি.মি দূরে। প্রফেসর চ্যানপ্রেম আমাদের গাইড। তারই এক ছাত্র ড. সুবিন কর্ডি কিভাবে মাশরুম থেকে বিভিন্ন প্রডাক্ট তৈরী করছেন তা দেখাতে। ১০ প্রজাতির মাশরুম নিয়ে তার গবেষণা। প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছেন কর্ডিসেপস। সুন্দর ছোট্ট একটা ল্যাব, টিস্যু কালচার এর মাধ্যমে মাশরুম উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। শুধু গবেষণাই নয় রীতিমত R & D কার্যক্রম। মাশরুম থেকে তৈরি বিভিন্ন ঔষধ, সাবান, বডিওয়াশ, শ্যাম্পু, হেয়ার কন্ডিশনার, এন্টি সেলুলাইট লোশন, আরো কতকিছু। কবে এ কাজ শুরু করেছেন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান ৩-৪ বছর। এত অল্প সময়ে তার এ উদ্যোগ দেখে আমরা অভিভূত। উপহার হিসেবে আমাদেরকে দেয়া হলো তার কিছু প্রডাক্ট।

ফেরার পথে আমাদের দেখানো হলো একটি বৃহদাকার কলার বাগান। প্রায় ২৫ (পঁচিশ) একর জায়গায় বাগানটি। বেড পদ্ধতিতে নালার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহের মাধ্যমে কলা উৎপাদন আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। কলার বাগানে পানি সেচ প্রথম দেখলাম। কলা হার্ভেস্ট করার পর বিভিন্ন শহরের শপিংমলে তা পৌঁছে যায়। মার্কেটিং নিয়ে বাগান মালিকের কোনো চিন্তা নেই। জানা গেল ৩-৪ পুরুষ ধরে তারা এ কাজ করে আসছেন। রওয়ানা দেয়ার সময় আমাদের গাড়ীতে ১ ছড়া কলা দেয়া হয়।

পরদিন অর্থাৎ ১৩ মে প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু। ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার এর আওতাধীন Center for Agricultural Biotechnology (CAB), আর্ন্তজাতিক মানের একটি ল্যাব। প্রথমে প্রফেসর শন্তিচাই আমাদেরকে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম ব্রিফ করেন, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে ল্যাব ব্যবহারের নিয়ম কানুন শিক্ষা দেন। এরপর নিয়ে যান ল্যাবে। উঁচু মাপের একজন প্রফেসর, অত্যন্ত অমায়িক। দীর্ঘদিন পর হাতে কলমে ল্যাবে কার্যক্রম। জটিল বিষয়ে কাজ। Bacteria cell culture, Plasmid DNA/Extraction, Electrophoresis, Screening of Transformant, DNA মার্কার, PCR মেশিন ব্যবহার অর্থাৎ Transgenic বা GMO ফসল কিভাবে তৈরী হয় তার Protocol শেখানো। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ল্যাবে গমন। ক্রমান্বয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে হতাশ হই। এ জ্ঞান কোথায় কাজে লাগাবো। হতাশা দূর করেন ড. রেজাউল করিম। আমার ল্যাব এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ সেখানে তোমরা কাজ করবে। যা হোক, ল্যাব কার্যক্রমের ফাঁকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ১১০ কি.মি দূরে অন্য এক এলাকায়। কৃষিতে বিশেষ করে ফল উৎপাদন ও প্রসেসিং এ তারা যে কত দূর এগিয়ে গেছে তা না দেখলে বিশ্বাস করার মত নয়। দেখলাম বাণিজ্যিকভাবে ড্রাগন ফ্রুট, নারিকেল, আঙ্গুর, কলা, পেঁপে, লেবু প্রভৃতি নানান ফলের আবাদ। উন্নত প্রসেসিং ও মার্কেটিং ব্যবস্থা। শ্রমিকের ব্যবহার নাই বললেই চলে। সবই নিয়মতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক।

প্রফেসর চ্যানপ্রেম বলেন এ এলাকার ফল বা ফলজাত প্রডাক্ট এর চীন হচ্ছে বৃহৎ বাজার। এ এলাকায় উৎপাদিত ফলের প্রায় ৮০% রপ্তানি করা হয় চীনে। পথিমধ্যে দেখানো হলো লেবু থেকে জুস তৈরীর প্লান্ট। এখানে তৈরি হচ্ছে Me Now নামক লেমন জুস। জুসটি থাইল্যান্ডে বেশ জনপ্রিয়। কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে লেবু উৎপাদিত হয় যা দিয়ে তৈরী হচ্ছে জুসটি। রয়েছে Quality Control lab। দেখানো হলো অফ-সিজনে কিভাবে লেবু সংরক্ষণ করে রাখা হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে একদিন নিয়ে যাওয়া হয় একটি অর্কিড ফার্মে।

(বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)

এক নজরে বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

কাঙ্ক্ষিত ফলনে উল্লসিত চাষি

রাষ্ট্রীয়ভাবে সার ক্রয় চুক্তি সম্পাদন

আমদানীকৃত নন-ইউরিয়া সারের মাদার ভেসেল বন্দরে আগমন

শিপিং এজেন্ট কর্তৃক মাদার ভেসেল থেকে লাইটারেজে সার খালাস

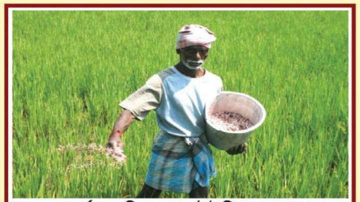
কৃষক কর্তৃক জমিতে নন-ইউরিয়া সার প্রয়োগ

শিপিং এজেন্ট কর্তৃক লাইটারেজের সার প্যাকিং ও বন্দরে খালাস কার্যক্রম

বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারদের দোকান থেকে কৃষকদের নিকট সার বিক্রয় / বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকা।

বিএডিসি'র সার গুদাম থেকে নিবন্ধিত সার ডিলারদের নিকট বিক্রয় / বিতরণ

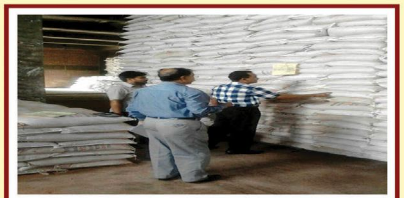
বিএডিসি'র গুদামে লটওয়ারী সার সংরক্ষণ

সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক পরিবহনকৃত সার গুদামে সংরক্ষণ

বন্দর হতে গুদামে সার পরিবহন

বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত

এম গোলাম মোহাম্মদ
সভাপতি

মর্তুজা সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক

গত ০৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সাধারণ সভা ও ২০১৮-২০২০ মেয়াদের নির্বাচন রাজধানীর কাকরাইলস্থ আইডিবি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মিশু বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী জনাব এম গোলাম মোহাম্মদ সভাপতি ও মনিটরিং বিভাগের আইসিটি সেলে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মর্তুজা সিদ্দিকীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা হয়।

মেধাবী মুখ

আদিব মোহাম্মদ আদনান ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সিলেট ক্যাডেট কলেজ থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। আদিব বিএডিসি মালতি হিমাগার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল এর উপপরিচালক (টিসি) ড.এ.বি.এম. গোলাম মনছুর এর পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মারুফ আহমেদ ২০১৮ সালের অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মোহাম্মদপুর সেন্ট জোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ২০১৬ সালে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল। মারুফ বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক (কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স), বিএডিসি ঢাকা সার্কেলে কর্মরত জনাব মুসতাক আহমেদ এর ২য় পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

থাইল্যান্ডের কৃষি এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা

নাম "এয়ার অর্কিড এন্ড ল্যাব"। এটি থাইল্যান্ডের বড় কয়েকটি অর্কিড ফার্মের অন্যতম। হাজারো জাতের অর্কিড ও ক্যাকটাস সমৃদ্ধ ফার্মটি দেখে আমরা পুলকিত। মাদার প্লান্ট এর জন্য রয়েছে বিশালাকৃতির একটি সেড। স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ কার্যক্রম চলছে। এ মাদার প্লান্ট থেকে সংলগ্ন টিস্যু কালচারের ল্যাবে তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন জাতের, বর্ণের ও আকারের অর্কিড ও ক্যাকটাস যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। জানা গেল এখানে শ্রমিক হিসেবে যারা কাজ করছে তারা বার্মিজ। ড. রেজাউল করিম তার ল্যাবে উৎপাদনের জন্য ১৫-২০ টি জাতের অর্কিড কিনলেন। যদিও এয়ারপোর্টে এ সকল প্ল্যান্ট ম্যাটারিয়ালস এর কোয়ারেন্টাইনের ঝামেলা রয়েই গেল। সৌজন্য হিসেবে আমরা প্রফেসর চ্যানপ্রেম ও প্রফেসর শন্তিচাই কে কিছু অর্কিড উপহার দিলাম।

প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ২৫ মে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাসেটসার্ট ইউনিভার্সিটির ব্যাংকক ক্যাম্পাসে। দেখানো হয় GMO's Analysis laboratory। জানলাম, থাইল্যান্ডে খাদ্য হিসেবে কোন জিএমও ফসল উৎপাদন নিষিদ্ধ। তবে গবেষণা ও গবাদিপশু খাদ্য হিসেবে চাষাবাদ বৈধ। মনে হলো এরা কাজ ছাড়া কিছুই বুঝেনা। আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র ও অমায়িক।

এখানে প্রতিটি খাবার এমনকি পিয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, আলু, মিষ্টিকুমড়া পর্যন্ত প্যাকেটজাত অবস্থায় কিনতে হয়। আইন এর প্রতি তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। আমরা আশাবাদী প্রশিক্ষণলব্ধ এ জ্ঞান দেশের কল্যাণে কাজে লাগবে। আমরাও তাদের মত এগিয়ে যেতে পারবো।

শোক সংবাদ

বিএডিসি'র অডিট বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আবুল কাশেম মীর গত ৯ মে, ২০১৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বিএডিসি উৎপাদিত সবজি বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৫-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে সবজি বীজ বিভাগের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ বর্ষে উৎপাদিত ও সংগৃহীত শীতকালীন সবজি বীজ, গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ, পেঁয়াজ বীজ, পেঁয়াজ বাল্ব বীজ, শলুক বীজ ও হাইব্রিড সবজি বীজের সংগ্রহ মূল্য এবং সিম বীজ ও হাইব্রিড সবজি বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(ক) শীতকালীন সবজি বীজ

বীজের নাম ও জাত	২০১৭-১৮ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
১। টমেটো(রতন/বারি টমেটো-১৪, ১৫, ১৬)	১৪০০.০০ (এক হাজার চারশত টাকা)	-
২। টমেটো(পুষারুবি)	১৪০০.০০ (এক হাজার চারশত টাকা)	১৩০০.০০ (এক হাজার তিনশত টাকা)
৩। বেগুন (সকল জাত)	৭০০.০০ (সাতশত টাকা)	-
৪। মূলা (তাসাকিসান)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৫। পালং শাক (কপি পালং/বারি পালংশাক-১)	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	৮৫.০০ (পঁচাশি টাকা)
৬। লালশাক (আলতাপেটি)	৩০০.০০ (তিনশত টাকা)	২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)
৭। লালশাক (বারি-১)	১৭৫.০০ (একশত পঁচাত্তর টাকা)	১৬৫.০০ (একশত পঁয়ষট্টি টাকা)
৮। ডাঁটা (বাঁশপাতা)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	-
৯। মটর শুটি (বারি মটরশুটি-১,৩)	১২০.০০ (একশত বিশ টাকা)	-
১০। ঝাড় সিম (বারি ঝাড় সিম -১)	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)	-
১১। লাউ (ক্ষেতলাউ/বারি লাউ-৩,৪)	৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	৩৩০.০০ (তিনশত ত্রিশ টাকা)
১২। ফুলকপি (বি-ইউ ফুলকপি-১)	২০০০.০০ (দুই হাজার টাকা)	-

সিম বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য

বীজের নাম	বীজের শ্রেণি	২০১৭-১৮ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	২০১৮-১৯ বর্ষের জন্য নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	
			ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়
১। দেশী সিম	ভিত্তি	১৬০.০০ (একশত ষাট টাকা)	১৮০.০০ (একশত আশি টাকা)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)
	মানঘোষিত	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)	১৭০.০০ (একশত সত্তর টাকা)	১৯০.০০ (একশত নব্বই টাকা)

(খ) গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ

বীজের নাম ও জাত	২০১৭-১৮ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
১। মিষ্টি কুমড়া (বারমাসী)	৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	৪০০.০০ (চারশত টাকা)
২। শশা(বারমাসী)	৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা)	-
৩। করলা (গজকরলা)	৮৫০.০০ (আটশত পঞ্চাশ টাকা)	৮০০.০০ (আটশত টাকা)
৪। বরবটি (কেগরনাটকী/বারি বরবটি-১)	২০০.০০ (দুইশত টাকা)	১৮০.০০ (একশত আশি টাকা)
৫। ডাঁটা (ভুটান/বারি ডাঁটা-১))	২৩০.০০ (দুইশত ত্রিশ টাকা)	১৮০.০০ (একশত আশি টাকা)
৬। কলমিশাক (গীমাকলমী)	১৩০.০০ (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০.০০ (একশত বিশ টাকা)
৭। ঢেড়শ (বারি ঢেড়শ-২)	১৩০.০০ (একশত ত্রিশ টাকা)	১২০.০০ (একশত বিশ টাকা)
৮। চালকুমড়া (বারি-১)	৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা)	-
৯। চিচিংগা (ঝুমলং/বারি চিচিংগা-১)	৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	৪২৫.০০ (চারশত পঁচিশ টাকা)
১০। ঝিংগা (বারি ঝিংগা-১,২)	৫৩০.০০ (পাঁচশত ত্রিশ টাকা)	-
১১। পুঁইশাক (সবুজ)	৩১০.০০ (তিনশত দশ টাকা)	২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)

(গ) পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজঃ

বীজের নাম	২০১৭-১৮ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত
১। পেঁয়াজ বীজ (বারি পেঁয়াজ -১)	-	৯০০.০০ (নয়শত টাকা)
২। পেঁয়াজ বাল্ব বীজ (বারি পেঁয়াজ -১)	-	৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ টাকা)
৩। শলুক (স্থানীয়)	-	২০০.০০ (দুইশত টাকা)

(ঘ) হাইব্রিড সবজি বীজঃ

ফসলের নাম ও জাত	২০১৭-১৮ বর্ষের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	২০১৮-১৯ বর্ষের জন্য নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ডিলার পর্যায়	চাষি পর্যায়
১। বারি হাইব্রিড টমেটো-৮	২০০০০.০০ (বিশ হাজার টাকা)	২২০০০.০০ (বাইশ হাজার টাকা)	২৫০০০.০০ (পঁচিশ হাজার টাকা)
২। বারি হাইব্রিড বেগুন-২	৯৫০০.০০ (নয় হাজার পাঁচশত টাকা)	১০০০০.০০(দশ হাজার টাকা)	১১৫০০.০০ (এগার হাজার পাঁচশত টাকা)

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ মাসে কৃষিতে করণীয়:

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধান:

শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩১, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৬, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরন বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০:২০:৩২:১৮:২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। নাবী জাতের আমনের বীজতলা এ মাসেই করতে হবে। শ্রাবণেই আউশ ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউশ কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট:

পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কান্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩ টি কুঁড়ি থাকে।

শাক-সবজি:

গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মুলার বীজ ও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ:

আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলদ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণ বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান:

শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান-৪৬ অন্যতম।

পাট:

ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলিয়ে তাতে আঁশগুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল:

এ মাসের মধ্যে মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপন করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনামুগ-৫, বারিমাস-৩, বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি:

আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া ও দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টি তোড় থেকে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য:

সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজে গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত কার্যসহকারী, সহকারী ভাণ্ডার কর্মকর্তা ও সহকারী ফিল্ডম্যানদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত কার্যসহকারী, সহকারী ভাণ্ডার কর্মকর্তা ও সহকারী ফিল্ডম্যানদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বিএডিসি'র সিবিএ কর্তৃক আয়োজিত মে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সিবিএ নেতৃবৃন্দের সাথে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তরা

বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহাকে নিজের লেখা বই উপহার দিচ্ছেন সিবিএ'র কার্যকরী সভাপতি ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত স্টোর কিপারদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক

জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক এর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত স্টোর কিপারদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসিতে নব যোগদানকৃত স্টোর কিপারদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম শেষে সনদ বিতরণ করছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বিএডিসি'র সেচ ভবন অডিটরিয়ামে সংস্থার বীজ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন থাই রাজকুমারী Maha Chakri Sirindhorn এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ অন্যান্যরা

বিএডিসি'র সেচ ভবন অডিটরিয়ামে ফটোসেশনে অংশগ্রহণকারী থাই রাজকুমারী Maha Chakri Sirindhorn এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ অন্যান্যরা

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল ২য় পুরস্কার অর্জন করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

চিত্রে জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৮ উপলক্ষে বিএডিসির স্টল

জাতীয় ফল প্রদর্শনী উপলক্ষে র‍্যালী

জাতীয় ফল প্রদর্শনী উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

বিভিন্ন ধরনের ফল

বিভিন্ন জাতের আম

ড্রাগন ফল

জামরুল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।